# মুখবন্ধ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্বলিত ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১’। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলপত্র হিসেবে তৈরি করা হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-১৫)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য নীতি ও পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে সহজশর্তের ঋণ ও অনুদান সংগ্রহের ওপর জোর দেয়া হয়। যার ফলে ২০০৫-০৬ সময়ের তুলনায় ২০১৩-১৪ সময়ে রাজস্ব ও কর রাজস্ব আহরণ ৩ গুণেরও বেশি বাড়ে এবং বাজেটের আকার বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪ গুণের মতো। সম্পদ সংগ্রহে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি জোর দেয়া হয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক এবং দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসে সহায়ক খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালণের ওপর। যার ফলে অব্যাহত থাকে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা। অন্যদিকে, রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদানসহ নানা উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করায় বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। দূরদর্শী রাজস্ব নীতি প্রণয়নের সাথে মুদ্রানীতির যথাযথ সমন্বয়ের ফলে অব্যাহত থাকে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা। ক্রমহাসমান মূল্যস্ফীতি ও সুদের হারের ব্যবধান এবং স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার এরই পরিচয় বহন করে।

২০০৯-১৪ সময়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সাথে সাথে দারিদ্র ও অসমতা হ্রাস,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,স্যানিটেশন,নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। ফলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী অন্যতম দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে বাংলাদেশ।

বর্তমান সরকার পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেও সরকারের পূর্ব ও বর্তমান মেয়াদকালে অর্জিত বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রশংসার দাবী রাখে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন খাতে সরকারের বিগত ও চলতি মেয়াদে অগ্রগতির তথ্যভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এই প্রকাশনায়। এই প্রকাশনার ক্ষুদ্র পরিসরে সরকারের ব্যাপক কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না হলেও এটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে সহায়ক হবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং মতামত প্রদান করে প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে প্রকাশনাটি মুদ্রণ ও একে দৃষ্টিনন্দন অবয়ব দেয়ার শ্রমসাধ্য কাজটি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেছে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের জন্য রইল আমার অভিনন্দন। প্রত্যাশা করছি প্রকাশনাটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, গবেষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র শিক্ষকসহ সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে।

*(আবুল মাল আবদুল মুহিত)*

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

# আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার

বিগত পাঁচ বছরে আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, খাদ্যশস্য উৎপাদন, মূল্যস্ফীতি, আমদানি, রপ্তানিসহ সকল অর্থনৈতিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দেশের সকল জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বন্টিত হওয়ায় দরিদ্র জনগণের সংখ্যা দ্রুত কমেছে। সরকারের দারিদ্র বান্ধব কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার কারণে দারিদ্রের হার কমার পাশাপাশি বৈষম্যও কমেছে যা বর্তমান বিশ্বে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষার সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান কর্মরত শ্রমশক্তির প্রায় ৩০ শতাংশ মহিলা। টিকাদান কর্মসূচি, নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং স্যানিটেশনের সুযোগের আওতায় দেশের প্রায় সকল জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সামাজিক খাতের সূচকসমূহে বাংলাদেশের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

**অর্থনৈতিক অগ্রগতি**

* ২০০১-০২ হতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে গড় **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** ছিল **৫.৪০** শতাংশ,পক্ষান্তরে ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে **৬.১৪** শতাংশহারে;
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **মাথাপিছু আয়** ছিল মাত্র ৫৪৩ মার্কিন ডলার, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে **১,১৯০** মার্কিন ডলারে**;**
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **রপ্তানি আয়** ছিল **১০.৫৩** বিলিয়ন মার্কিন ডলার , যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে **৩০.১৯** বিলিয়ন মার্কিন ডলারে;
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **রেমিট্যান্স** আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র **৪.৮০** বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে;
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের** পরিমাণ ছিল মাত্র **৩.৪৮** বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ছয় গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে **২১.৫৬** বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে প্রায় সাত মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব (৩১/১২/২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার);
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন** হয়েছিল **২ কোটি ৭৮ লক্ষ** মেট্রিক টন, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে **৩ কোটি ৮১ লক্ষ** মেট্রিক টন;
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা** ছিল **৩,৭৮২** মেগাওয়াট, যা বর্তমানে তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে **১৩,২৮৩** মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে (২৪০০ মেগাওয়াট ক্যপ্টিভ ও ১৭৪ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ারসহ);
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান** ছিল ২৫.৪ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে জিডিপি’র **২৯.৬** শতাংশে;
* বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **বাজেটের আকার** ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় সাড়ে তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২২২ কোটি টাকায় (চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা);
* ২০১৪ সালে **প্রকৃত সুদের হার** হ্রাস পেয়েছে, যা বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে, এবং এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
* ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশে **মোট বিনিয়োগের পরিমাণ** ছিল জিডিপি’র ২৬.১৪ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮.৬৯ শতাংশে;
* ২০০৫-০৬ অর্থবছরে **সরকারি বিনিয়োগ** ছিল জিডিপি’র ৫.৬ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৭.৩ শতাংশে।

**সামাজিক খাতে অগ্রগতি**

* বিগত ২০০৬ অর্থবছরে **প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ছিল** **৬৬.৫** বছর, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁ ড়িয়েছে প্রায় **৭০.৩** বছরে;
* দরিদ্র জনসংখ্যার হার ২০০৬ সালে ছিল **৩৮.৪** শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে **২৪.৩** শতাংশে এবং দারিদ্র কমে যাওয়ার ধারা অব্যাহত রয়েছে;
* অতিদরিদ্রের হার ২০০৬ সালে ছিল **২৪.২** শতাংশ, যা ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে **১১.৯** শতাংশে;
* বিগত ২০০৬ সালে স্বাক্ষরতার হার (৭ বছরের অধিক বয়স্ক) ছিল **৫২.৫** শতাংশ. যা ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে **৫৬.৩** শতাংশে;
* বিগত ২০০৬ সালে প্রতি হাজারে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল **৩.৩৭** জন, যা ২০১২ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে **২.০৩** জনে;
* বিগত ২০০৬ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল **৪৫ জন**, যা ২০১২ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে **৩৩** জনে;
* জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৬ সালে ছিল **১.৪৯** শতাংশ, যা ২০১১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে **১.৩৭** শতাংশে;
* **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের** লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০০১-০৬ সময়কালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিসমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি;
* বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে (নভেম্বর, ২০১৪) দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা **১১ কোটি ৯৭** লক্ষ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা **৪ কোটি ৩০ লক্ষ** ছাড়িয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সাল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র **১ কোটি ৯১ লক্ষ**।

# বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির তুলনামূলক চালচিত্র

২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সরকার ২০১০-২১ মেয়াদের ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ এবং ২০১১-১৫ মেয়াদের ‘ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উল্লিখিত পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং দারিদ্রের হার ১৩.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকার পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সরকারের পূর্ব ও বর্তমান মেয়াদকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে অর্জিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রশংসার দাবী রাখে। সরকারের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে রাজস্ব আহরণে ঊর্ধ্বগতি এবং ঋণ গ্রহণে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, মূল্যস্ফীতিও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। প্রবৃদ্ধির সুফল সুষমভাবে বন্টিত হওয়ায় একদিকে যেমন বেড়েছে মাথাপিছু আয় অন্যদিকে তেমন দারিদ্র ও অসমতা কমেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। প্রতিবেশি ও সমমানের রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ২০০৯-১৪ সময়কালের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

এই প্রকাশনায় বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের অর্জনকে সামনে আনার জন্য পূর্ববর্তী নিয়মিত সরকারের (২০০১-০৬) মেয়াদের অর্জনও বিবেচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে কয়েকটি সারণিতে বিগত বিশ বছরের জাতীয় আয় ও তার প্রবৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও টাকার বিনিময় হার, বাজেটে রাজস্ব আয় ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক ব্যয় এবং বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ পরিশোধের চিত্র প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১৪ মেয়াদের ৫ বছর সারা বিশ্ব ছিল মন্দার কবলে, অথচ পূর্ববর্তী সরকারের ৫ বছর ছিল বিশ্ব প্রবৃদ্ধির অনন্য সময়। তা সত্ত্বেও ২০০১-০৬ সময়ের তুলনায় ২০০৯-১৪ সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। ২০০৯-১৪ মেয়াদের পাঁচ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১৪ শতাংশ হারে, সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি’র ৫.৬ শতাংশ থেকে ৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে ৩ গুণ, মাথাপিছু আয় বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি, রাজস্ব-জিডিপি’র অনুপাত ৮.৮ শতাংশ থেকে ১০.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বাজেটের আকার বেড়েছে ৪ গুণ, উন্নয়ন কার্যক্রম বেড়েছে ৩ গুণ, চালের উৎপাদন বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় বেড়েছে ৩ গুণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে ৬ গুণের বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু উচ্চহারে কমেছে। গড় আয়ু ৬৬.৫ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০ বছর। দারিদ্রে অবস্থান কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৬.২ শতাংশে। আর অতি-দরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ১১.৯ শতাংশে। ২০০৯-১৪ সময়কালের অর্জন এবং তার সাথে পূর্ববর্তী সরকারের ২০০১-০৬ মেয়াদকালে বিভিন্নখাতে তুলনামূলক পর্যলোচনা করলে আর্থ-সামজিক খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্যের দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে (সারণি-১)।

সারণি ১: ২০০১-০৬ এবং ২০০৯-১৪ সময়কালের তুলনামূলক অবস্থান

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ২০০১-০৬ | ২০০৯-১৪ |
| জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে) | ৫.৪০ | ৬.১৪ |
| বিনিয়োগ (জিডিপি’র %, গড়ে) | ২৫.২ | ২৭.৮ |
| রপ্তানি আয় (গড়) [বিলিয়ন মার্কিন ডলার] | ৭.৯ | ২৪.১ |
| রপ্তানি আয়, শেষ বছরে (বিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ১০.৫ | ৩০.২ |
| রেমিট্যান্স (গড়) [বিলিয়ন মার্কিন ডলার] | ৩.৫ | ১২.৮ |
| রিজার্ভ, শেষ বছরে [বিলিয়ন মার্কিন ডলার] | ৩.৫ | ২১.৬ |
| বাজেট বরাদ্দ, শেষ অর্থবছরে (কোটি টাকা) | ৬১,০৫৭ | ২,১৬,২২২ |
| মাথাপিছু আয়, শেষ বছরে (মার্কিন ডলার)\* | ৫৪৩ | ১,০৫৪ |
| গড় আয়ু (বছর)\* | ৬৬.৫ | ৭০.৩ |
| দারিদ্রের হার (%) | ৪০.০ | ২৬.২ |
| অতি দারিদ্রের হার (%) | ২৪.২ | ১১.৯ |

*সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;*

*\* ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে মাথাপিছু আয় ১,১৯০ মার্কিন ডলার*

সরকারের জনকল্যাণমূলক কৌশলই বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান সময়ে বাংলাদেশকে এই প্রশংসনীয় অর্জনের রেকর্ড স্থাপনে সহায়তা করেছে।

# ১. অর্থনৈতিক অগ্রগতি

দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদকালে (২০০৯-১৪) পূর্ববর্তী সরকারের (২০০১-০৬) সময়কালের তুলনায় লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে (সারণি-২)। উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে:

সারণি ২: অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনামূলক অবস্থান

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অর্থবছর | জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার | বিনিয়োগ (জিডিপি’র শতাংশ) | জিডিপি-তে শিল্প খাতের হিস্যা (%) | রপ্তানি আয়  (বিলিয়ন ডলার) | রেমিট্যান্স  (বিলিয়ন ডলার) | রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার) | বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা) | এডিপি  (কোটি টাকা) |
| ২০০১-০২ | ৩.৮৩ | ২৪.৩৪ | ২৪.০৪ | ৫.৯৯ | ২.৫০ | ১.৫৮ | ৩৮,৭৫৭ | ১৫,৮৪৭ |
| ২০০২-০৩ | ৪.৭৪ | ২৪.৬৮ | ২৩.৭৪ | ৬.৫৫ | ৩.০৬ | ২.৪৭ | ৪২,৫৪৬ | ১৭,০৬০ |
| ২০০৩-০৪ | ৫.২৪ | ২৪.৯৯ | ২৪.০২ | ৭.৬০ | ৩.৩৭ | ২.৭১ | ৪৯,৩৬৭ | ১৯,০০০ |
| ২০০৪-০৫ | ৬.৫৪ | ২৫.৮৩ | ২৪.৫৯ | ৮.৬৫ | ৩.৮৫ | ২.৯৩ | ৫৫,৬৩৩ | ২০,৫০০ |
| ২০০৫-০৬ | ৬.৬৭ | ২৬.১৪ | ২৫.৪০ | ১০.৫৩ | ৪.৮০ | ৩.৪৮ | ৬১,০৫৭ | ২১,৫০০ |
| পাঁচ বছরের গড় | **৫.৪০** | **২৫.২** | **২৪.৩৬** | **৭.৮৬** | **৩.৫২** | **২.৬৩** | **৪৯,৪৭২** | **১৮,৭৮১** |
| ২০০৯-১০ | ৫.৫৭ | ২৬.২৫ | ২৬.১৪ | ১৬.২০ | ১০.৯৯ | ১০.৭৫ | ১,১০,৫২৪ | ২৮,৫০০ |
| ২০১০-১১ | ৬.৪৬ | ২৭.৪২ | ২৬.৩৯ | ২২.৯৩ | ১১.৬৫ | ১০.৯১ | ১,৩০,০১১ | ৩৫,৮৮০ |
| ২০১১-১২ | ৬.৫২ | ২৮.২৬ | ২৬.৭৪ | ২৪.২৯ | ১২.৮৪ | ১০.৩৬ | ১,৬১,২১৩ | ৪১,০৮০ |
| ২০১২-১৩ | ৬.০১ | ২৮.৩৯ | ২৭.৬৪ | ২৭.০৩ | ১৪.৪৬ | ১৫.৩২ | ১,৮৯,৩২৬ | ৫২,৩৬৬ |
| ২০১৩-১৪ | ৬.১২ | ২৮.৬৯ | ২৭.৮৭ | ৩০.১৯ | ১৪.২৩ | ২১.৫৬ | ২,১৬,২২২ | ৬০,০০০ |
| পাঁচ বছরের গড় | **৬.১৪** | **২৭.৮০** | **২৬.৯৬** | **২৪.১৩** | **১২.৮৩** | **১৩.৭৮** | **১,৬১,৪৫৯** | **৪৩,৫৬৫** |

*সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;*

**জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি**

১.১। বিশ্বমন্দার মাঝেও সরকারের বিচক্ষণ নীতি ও দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ২০০৯-১৪ সময়কালে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ হারে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অপরদিকে ২০০১-০৬ সময়কালে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৫.৪০ শতাংশ।

* চলতি মূল্যে জিডিপি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা হতে বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে;
* লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ২০০১-০৬ সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা স্বাভাবিক ছিল এবং এ সময়ে উন্নয়নশীল অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৭.০ শতাংশ; অথচ এ সময়কালে বাংলাদেশে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি হয় গড়ে ৫.৪ শতাংশ। অপরদিকে ২০০৯-১৪ সময়কালে বিশ্বমন্দা বজায় থাকা এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৬.১৪ শতাংশ।

**মাথাপিছু আয়**

১.২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ক্রয় ক্ষমতার সমতার (Purchasing Power Parity)ভিত্তিতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৯৮০ মার্কিন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৬৬৮ মার্কিন ডলারে।

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

**সঞ্চয় ও বিনিয়োগ**

১.৩। জাতীয় সঞ্চয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি’র ২৭.৮ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে জিডিপি’র ৩০.৫ শতাংশে। অপরদিকে, মোট বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি’র ২৬.১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২৮.৭ শতাংশে।

* সরকারি বিনিয়োগ একই সময়ে জিডিপি’র ৫.৬ শতাংশ হতে বেড়ে ৭.৩ শতাংশ হয়েছে। সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মত ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের বিষয়গুলো;
* বেসরকারি বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ এর ৯৯ হাজার ২৭১ কোটি টাকা হতে প্রায় ৩ গুণ বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯১১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে
  + ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মূলধনি যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল (লৌহজাত দ্রব্য) এবং তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানি হয়েছিল যথাক্রমে ১.৫৪, ০.৯৮ ও ৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসকল পণ্যের আমদানি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.৫, ২.৭ ও ২.৭ গুণ বেড়ে যথাক্রমে ২.৩, ২.৬ ও ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
* সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ হাজার ৭২৬ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০১-০৬ সময়কালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৯-১৪ সময়কালে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৬.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**রাজস্ব আয়**

১.৪। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ও কর রাজস্ব তিনগুণের অধিক বেড়েছে। নতুন ভিত্তিবছর অনুযায়ী মোট রাজস্ব আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপি’র ৮.৮ শতাংশ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০.৫ শতাংশে উন্নীত হয়। একই সময়কালে কর-রাজস্ব জিডিপি’র ৭.০ শতাংশ হতে বেড়ে ৮.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাপনায় নেয়া বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার, জনবল বৃদ্ধি, অটোমেশন পদ্ধতি প্রবর্তন ইত্যাদি পদক্ষেপ রাজস্ব আহরণে বিশেষ অবদান রাখে।

সারণি ৩: এক নজরে বাজেট (সংশোধিত)

**(কোটি টাকা)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ২০১৩-১৪ | ২০০৫-০৬ |
| ১। মোট রাজস্ব সংগ্রহ | ১,৫৬,৬৭১ | ৪৪,৮৬৮ |
| ক) কর রাজস্ব | ১,৩০,১৭৮ | ৩৬,১৭৫ |
| খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব | ২৬,৪৯৩ | ৮,৬৯৩ |
| ২) মোট বাজেট বরাদ্দ | ২,১৬,২২২ | ৬১,০৫৭ |
| তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ৬০,০০০ | ২১,৫০০ |
| ৩) বাজেট ঘাটতি | -৫৯,৫৫০ | -১৬,১৮৯ |
| ৪) ঘাটতি অর্থায়ন |  |  |
| ক) বৈদেশিক উৎস | ১৮,৫৬৮ | ৮,০৫০ |
| খ) অভ্যন্তরীণ উৎস | ৪০,৯৮২ | ৮,১৩৯ |

*উৎস: অর্থ বিভাগ*

**বাজেটের আকার ও ব্যবস্থাপনা**

১.৫। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় সাড়ে তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২২২ কোটি টাকায় (চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা)। গত মেয়াদে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন, অনুন্নয়ন খাতের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ঋণ গ্রহণে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষাসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়।

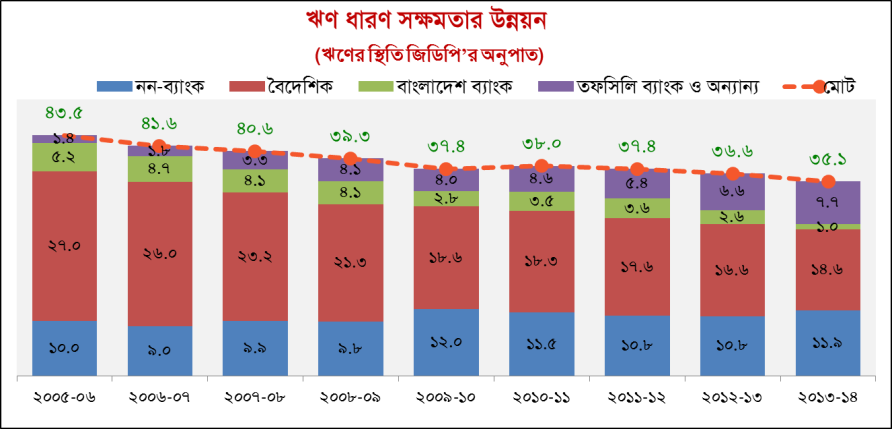
* সরকারের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন খাতে অধিকতর বরাদ্দ প্রদান ও চলতি ব্যয় সীমিত রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়;

সূত্র: অর্থ বিভাগ

* উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি ব্যয়ের আকার বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। পাশাপাশি, এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়ও ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে;

সূত্র: অর্থ বিভাগ

* বজায় রয়েছে সহনীয় মাত্রার বাজেট ঘাটতি;
* বাজেট ঘাটতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা ও বিচক্ষণ ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণের কারণে প্রচ্ছন্ন দায় সীমিত রাখাসহ সরকারের ঋণ ধারণ ও ঋণ পরিশোধের সক্ষমতায় উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছে। সরকারি ঋণের ক্রমপুঞ্জিভূত স্থিতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপি’র ৪৩.৫ শতাংশ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৫.১ শতাংশে নেমে এসেছে।



**চিত্র ৪:**

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ

**মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা**

১.৬। মুদ্রানীতির লক্ষ্য বরাবরই ছিল সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার যথেষ্ট সফল হয়েছে। সরকারের দক্ষ আর্থিক ও রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত ও কার্যকর তদারকির মাধ্যমে ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ সময়ে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি ৭.৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির অভিঘাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ১০.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরবর্তী অর্থবছরসমূহে তা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ৬.১১ শতাংশ এবং ১২ মাসের গড়ে ৬.৯৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আর্থিক কার্যক্রমে অধিকতর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির (Financial Inclusion) সাথে সাথে এ খাতের গভীরতা উল্লেখযোগ্য হারে

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

বেড়েছে। আর্থিক খাতের গভীরতার নির্দেশক ব্যাপক মুদ্রা-জিডিপি অনুপাত ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ৫১.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৩৭.৫ শতাংশ।পাশাপাশি কমেছে আর্থিক খাতে মধ্যস্থতার দক্ষতার (Efficiency of Financial Intermediation)সূচক বা সুদের হারের ব্যবধান। উপরন্ত্তু, প্রকৃত সুদের হারও কমেছে। সুদের হারের ভারিত গড় ব্যবধান (Weighted Average Interest Spread)২০০১-০৬ সময়কালে ছিল ৫.৭৯ শতাংশ যা ২০০৯-১৪ সময়কালে কমে হয়েছে ৫.৩০ শতাংশ (ডিসেম্বর, ২০১৪-এ এই হার দাঁড়িয়েছে ৫.১৩ শতাংশে)।

**বৈদেশিক বাণিজ্য**

১.৭। বিশ্ব অর্থনীতিতে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমদানি এবং রপ্তানি উভয়েরই পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪.৭৪ ও ১০.৫২ বিলিয়ন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০.৬১ ও ৩০.১৮ বিলিয়ন ডলারে।

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

২০০১-০৬ সময়কালে রপ্তানি আয়ে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৭ শতাংশ যা ২০০৯-১৪ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪.৯ শতাংশে। বর্তমান সরকারের বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণ নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে বাণিজ্য উন্মুক্তকরণের হার (জিডিপি’র তুলনায় মোট আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩৮.১ শতাংশ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৪ শতাংশে।

**বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ব্যবহার**

১.৮। গত পাঁচ বছরে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ ও ব্যবহার অনেকখানি বেড়েছে। ২০০৯-১৪ সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৫,০৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হারে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি এসেছে। অন্যদিকে ২০০১-০৬ সময়ে এ প্রতিশ্রুতি অর্জিত হয়েছিল গড়ে ১,৫৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৯-১৪ মেয়াদে গড়ে প্রায় ২,৪০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার হয়েছে। ২০০১-০৬ সময়ে যা ছিল ১,৪২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**সারণি ৪: বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ডিসবার্সমেন্ট**

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অর্থ বছর** | **প্রারম্ভিক**  **পাইপ লাইন** | **কমিটমেন্ট** | | | **ডিসবার্সমেন্ট** | | |
|  |  | অনুদান | ঋণ | মোট | অনুদান | ঋণ | মোট |
| ২০০৫-০৬ | ৬৬৯৪.৫৪ | ৬২৮.৩৯ | ১১৫৮.৯৮ | ১৭৮৭.৩৬ | ৫০০.৫৪ | ১০৬৭.০৯ | ১৫৬৭.৬৪ |
| ২০০৬-০৭ | ৬৭৫৯.৫৮ | ৭২৮.৫০ | ১৫২৭.৬৪ | ২২৫৬.১২ | ৫৯০.১৭ | ১০৪০.৪০ | ১৬৩০.৫৮ |
| ২০০৭-০৮ | ৭২৮৮.৩৪ | ৯৬১.৮৯ | ১৮৮০.৫৬ | ২৮৪২.৪৪ | ৬৫৮.১২ | ১৪০৩.৪০ | ২০৬১.৫১ |
| ২০০৮-০৯ | ৮৬৮২.১৪ | ৪৩২.২৬ | ২০২১.০৬ | ২৪৪৪.৩২ | ৬৫৭.৮১ | ১১৮৯.৫০ | ১৮৪৭.৩১ |
| ২০০৯-১০ | ৮৮৬১.২৮ | ৫৫৫.১৫ | ২৪২৮.৫৩ | ২৯৮৩.৬৮ | ৬৩৯.১৭ | ১৫৮৮.৬০ | ২২২৭.৭৭ |
| ২০১০-১১ | ৯৪২৯.৩৭ | ৬৩০.৪৭ | ৫৩৩৮.১৭ | ৫৯৬৮.২৩ | ৭৪৫.১০ | ১০৩১.৬৪ | ১৭৭৬.৭৪ |
| ২০১১-১২ | ১৪১৫১.৯৯ | ১৪৪১.৩৮ | ৩২৩৩.১৫ | ৪৬৭৪.৫২ | ৫৮৮.০০ | ১৫৩৮.৪৮ | ২১২৬.৪৮ |
| ২০১২-১৩ | ১৫৪৩০.১৫ | ৫৫৪.৫৩ | ৫৩০০.০৮ | ৫৮৫৪.৬১ | ৭২৬.২৭ | ২০৮৪.৭৩ | ২৮১১.০০ |
| ২০১৩-১৪ | ১৬৬৩৭.৭০ | ৪৯৭.৮২ | ৫৩৪৬.৪ | ৫৮৪৪.২২ | ৬৮০.৭৩ | ২৪০৩.৬৬ | ৩০৮৪.৩৯ |

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

**বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ**

১.৯। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি ও প্রবাস আয় বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। এর ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। উল্লেখ্য, ৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ৫: বহিঃখাতে অগ্রগতির চিত্র (বিলিয়ন মাঃ ড)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সূচক | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| রপ্তানি | 10.5 | 12.2 | 14.1 | 15.6 | 16.2 | 22.9 | 24.3 | 27.0 | 30.2 |
| রপ্তানি/জিডিপি (%) | 14.6 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 14.1 | 17.8 | 18.2 | 18.0 | 17.4 |
| আমদানি | 14.7 | 17.2 | 21.6 | 22.5 | 23.7 | 33.7 | 35.5 | 34.1 | 39.3 |
| আমদানি /জিডিপি  (%) | 20.5 | 21.5 | 23.6 | 22.0 | 20.6 | 26.2 | 26.6 | 22.7 | 22.6 |
| বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 15.3 | 21.5 |
| রেমিটেন্স | 4.8 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 11.0 | 11.7 | 12.8 | 14.5 | 14.2 |
| রেমিটেন্স/জিডিপি  (%) | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 8.2 |

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

**পুঁজিবাজার**

১.১০। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ছাড়া বিনিয়োগ চাঙ্গা রাখা সম্ভব নয় বিবেচনায় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশার চাপ এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে ২০১০ সালের শেষে ও ২০১১ সালের শুরুতে পুঁজিবাজারে বিপর্যয় ঘটে। এই বিপর্যয় মোকাবেলা করতে পুঁজিবাজারের বিধি-বিধান এবং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতেও নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পুঁজিবাজার সংস্কারে লেগেছে প্রায় চার বছর এবং এরই ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাজারে মূলধন ও সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে অনেকখানি। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পুঁজিবাজারকে একটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য অবস্থানে নেয়া সম্ভব হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে মোট বাজার মূলধন ছিল জিডিপি’র মাত্র ৮.৭ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে তা ৩৮.৭ শতাংশে উন্নীত হয়। একই সময়ে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা হতে বেড়ে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

**কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন**

১.১১। কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী প্রণোদনা প্রদান, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, তৃণমূল পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সার বিক্রয়, খরা-লবণাক্ততা-জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ও স্বল্প-মেয়াদে ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে উৎপাদনশীলতা এবং শস্য নিবিড়তা বেড়েছে।

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

কৃষিখাতে প্রদত্ত প্রণোদনার পরিমাণ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৬০০ কোটি টাকা হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৫ গুণ বেড়ে ৯ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ধান ছাড়াও বিপুল পরিমাণে বেড়েছে ভুট্টা, পাট, আলু ও সব্জির উৎপাদন। বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ২ কোটি ৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ মেট্রিক টনে। ফলে অনুমিত সময়ের পূর্বেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথমবারের মত দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে (শ্রীলঙ্কায়) চাল রপ্তানি করা হচ্ছে। এছাড়াও টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি’র মত কার্যক্রম ও খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানোর ফলে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

**শিল্প উৎপাদন**

১.১২। জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২৫.৪ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৯.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্ধিষ্ণু শিল্পখাতে কৃষিখাতের উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের (যাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়) স্থানান্তর ঘটেছে। এর ফলে একদিকে যেমন এসকল শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বেড়েছে অন্যদিকে শিল্পখাতের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে আইসিটি সহায়ক ব্যাপক অবকাঠামো ও পরিবেশ সৃজনের ফলে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক রাষ্ট্রের অবয়ব পেয়েছে বাংলাদেশ।

**সেবা খাতে অগ্রগতি**

১.১৩। জিডিপিতে অবদানের দিক থেকে সেবা খাতে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেবা খাতের উপাদানসমূহের মধ্যে প্রবৃদ্ধি প্রভাবক, বিশেষ করে, পরিবহন ও যোগাযোগ, আর্থিক মধ্যস্থতা, খুচরা ও পাইকারী বাণিজ্যের মত উপাদানসমূহের অবদান ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জিডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ এবং খুচরা ও পাইকারী বাণিজ্যের অবদান যথাক্রমে ২০০৫-০৬ এর ১০.২ ও ১৩.৬ শতাংশ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৫ ও ১৪.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটি একটি বিকাশমান সেবামুখী বাজার অর্থনীতির নির্দেশক।

**ঋণ সরবরাহ ও আর্থিক খাতের গভীরতা**

১.১৪। অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাঙ্গা রাখা ছিল মন্দা উত্তরণে সরকারের প্রধান হাতিয়ার। এছাড়াও উৎপাদনশীল খাত, বিশেষ করে, কৃষি ও শিল্পখাতে ঋণের যোগানের দিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের মধ্যে রয়েছে:

* ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি ও শিল্প ঋণের স্থিতি যথাক্রমে প্রায় দ্বিগুণ ও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে কৃষি ও শিল্প ঋণের স্থিতি ছিল যথাক্রমে ১৫ হাজার ৩৭৬ কোটি ও ২৭ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে যথাক্রমে ৩৪ হাজার ৬৩৩ কোটি ও ১ লক্ষ ৩৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, বেসরকারি খাতে (Private sector) ঋণের স্থিতি জিডিপি’র ২৭.৪ শতাংশ হতে ৩৭.৬ শতাংশে উন্নীত হয়;
* একই সময়কালে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানত জিডিপি’র ৩৫ শতাংশ হতে ৪৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এর ফলে ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সক্ষমতাও বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে, তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের পরিমাণ জিডিপি’র ২৬.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৯ শতাংশে পৌঁছে;
* সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষক, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং আইলা-দুর্গত ব্যক্তিগণের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পাশাপাশি বর্গাচাষী, কৃষিভিত্তিক শিল্প, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল যোগান দেয়া হয়;
* গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকিং সেবা সহজে ও ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে পৌঁছাতে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার প্রসার বিশেষ ভূমিকা পালন করে;
* আর্থিক পণ্য ও সেবায় জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে ব্যাংকের শাখা বাড়ানোর ওপরও জোর দেয়া হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে তফসিলি ব্যাংকের শাখা ছিল ৬ হাজার ৪৩৫টি (তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৩ হাজার ৭৮৩) তা ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ৮ হাজার ৭৯৪ টিতে উন্নীত হয় (তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার ২২)।

**অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন**

১.১৫। সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় অর্জিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থারও নজর কেড়েছে। Citi Group এর বিবেচনায় ২০১০ হতে ২০৫০ সময়ে বিশ্বে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ‘3G (Global Growth Generator) Countries’ এবং বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে JP Morgan এর ‘Frontier Five’ তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমবারের মত ২০০৯-১০ অর্থবছরে Standard and Poor’s এবং Moody’s বাংলাদেশের ওপর সভরেন ক্রেডিট রেটিং প্রণয়ন করে। প্রতিকূল বিশ্ব বাস্তবতার মাঝেও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমতূল্য ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার মানদন্ড অর্জন ও অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে।

# ২. সামাজিক খাতে অগ্রগতি

**দারিদ্র বিমোচন**

২.১। বিগত কয়েক বছরে অর্জিত অর্থনৈতিক সাফল্যের সুফল দেশের জনগণ পেয়েছে, যার ফলে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা দ্রুত কমেছে। সরকারের দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার কারণে দারিদ্রের হার কমার পাশাপাশি বৈষম্যও কমেছে যা বিশ্বে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষার সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশের অধিক মহিলা। দেশের প্রায় সকল জনগণকে টিকাদান কর্মসূচি,নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুযোগের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক খাতে অগ্রগতি বাংলাদেশের বিশেষ কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সামাজিক খাতের সূচকসমূহে বাংলাদেশের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সামাজিক খাতে বর্তমান সরকার বিগত সরকারের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে (সারণি-৬)।

সারণি-৬:সামাজিক খাতে অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| বছর | মাথাপিছু জাতীয় আয়  (ডলার) | প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হার) | অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হার) | স্বাক্ষরতার হার  (৭+ জাতীয়) | মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি হাজার মহিলায়) | শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) |
| ২০০২ | ৪৩১ | ৬৪.৯ | ১.৫০ | ৪৪.৬ | ২৯.৯ | ৪৮.৮ | ৩.৯১ | ৫৩ |
| ২০০৩ | ৪৭১ | ৬৫.৯ | ১.৫০ | ৪৩.১ | ২৮.৬ | ৪৯.১ | ৩.৭৬ | ৫৩ |
| ২০০৪ | ৫০০ | ৬৫.১ | ১.৫০ | ৪১.৬ | ২৭.২ | ৫০.০ | ৩.৬৫ | ৫১ |
| ২০০৫ | ৫২৭ | ৬৫.২ | ১.৪৯ | ৪০.০ | ২৫.১ | ৫২.১ | ৩.৪৮ | ৫০ |
| ২০০৬ | ৫৪৩ | ৬৬.৫ | ১.৪৯ | ৩৮.৪ | ২৪.২ | ৫২.৫ | ৩.৩৭ | ৪৫ |
| পাঁচ বছরের গড় | **৪৯.৪** | **৬৫.৫** | **১.৫০** | **৪১.৫** | **২৭.০** | **৫০.৫** | **৩.৬৩** | ৫০ |
| ২০০৯ | ৭৫৯ | ৬৭.২ | ১.৩৬ | ৩৩.৪ | ১৯.৩ | ৫৬.৭ | ২.৫৯ | ৩৯ |
| ২০১০ | ৮৪৩ | ৬৭.৭ | ১.৩৬ | ৩১.৫ | ১৭.৬ | ৫৬.৮ | ২.১৬ | ৩৬ |
| ২০১১ | ৯২৮ | ৬৯.০ | ১.৩৭ | ২৯.৯ | ১৫.৭ | ৫৬.১ | ২.০৯ | ৩৫ |
| ২০১২ | ৯৫৫ | ৬৯.৫ | - | ২৮.১ | ১৩.৮ | ৫৬.৩ | ২.০৩ | ৩৩ |
| ২০১৩ | ১,০৫৪ | ৭০.৩ | - | ২৬.২ | ১১.৯ | - | - | - |
| পাঁচ বছরের গড় | ৯০৮ | ৬৮.৭ | ১.৩৬ | ২৯.৮ | ১৫.৭ | ৫৬.৫ | ২.২২ | ৩৬ |

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সামজিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে:

* ২০০৫ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪০.০ শতাংশ যা ২০১৩ সালে ২৬.২ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে অতি দারিদ্রের হার২৪.২ শতাংশ হতে ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে প্রাক্কলন অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে দারিদ্র ও অতি দারিদ্রের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪.৩ ও ৯.৯ শতাংশে;
* দরিদ্র ও অতি দরিদ্র লোকের সংখ্যা ২০০৫ সালে ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ও ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ হতে ২০১৪ সালে যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ এবং ১ কোটি ৫৭ লক্ষে নেমে এসেছে। ১৯৯২ সালের পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট যত লোক দারিদ্রমুক্ত হয়েছে তার প্রায় ৪৫ শতাংশই ঘটেছে সরকারের বিগত পাঁচ বছরে;
* দারিদ্রের হার ও দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমার পাশাপাশি দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা হ্রাস ছিল লক্ষ্যণীয়। আয় ও ভোগবণ্টনের বৈষম্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমার পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং গ্রাম ও শহরভিত্তিক অসমতা ও বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে;
* সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ দারিদ্র হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা। ২০০১-০৬ সময়কালের তুলনায় ২০০৯-১৪ সময়কালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে।

**শিক্ষা ও স্বাস্থ্য**

২.২। সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় জনজীবনে স্বস্তি ও শান্তি বিরাজ করছে। সরকারের গণমুখী কর্মকৌশলের প্রভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

* বয়স্ক শিক্ষার হার ২০০৫ সালের ৫৩.৫ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১২ সালে ৬০.৭ শতাংশ হয়েছে। বয়স্ক নারী শিক্ষার হার ২০০৫ সালের ৪৮.৬ শতাংশ হতে ২০১২ সালে ৫৬.৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;
* স্বল্প ব্যয়ে সহজলভ্য উপায়ে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত হওয়ায় দেশের মানুষ এখন অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ২০০৫ সালের ৫০ জন হতে ২০১৩ সালে ৩৩ জনে নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ২০০৫ সালের ৩.৪৮ জন হতে ২০১৩ সালে ২.০৪ জনে নেমে এসেছে;
* মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়েছে। গড় আয়ু ২০০৫ সালে ছিল ৬৫.২ বছর যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.৩ বছর হয়েছে।

**নারীর ক্ষমতায়ন**

২.৩। সরকারের গৃহীত সহায়ক নীতি ও উদ্যোগের প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশ বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে আছে। বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের ‘The Global Gender Gap Report’ মোতাবেক ২০১৪ সালে ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৮তম, যেখানে ২০০৬ সালের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে দক্ষিণ এশীয় দেশ শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের অনেক পেছনে (যথাক্রমে ৭৯, ১১৪ ও ১৪১তম) রয়েছে। এছাড়াও উন্নত দেশের মধ্যে ইটালি, গ্রীস এবং জাপানের অবস্থানও বাংলাদেশের পেছনে (যথাক্রমে ৬৯, ৯১ ও ১০৪তম)।

# ৩. ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতির হালনাগাদ চিত্র

বিগত ২০০৯-১৪ মেয়াদে সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন শেষে চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের গতিপ্রকৃতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। তবে যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে হাল নাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

**প্রকৃত খাত**

৩.১। মূল্যস্ফীতির হার পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে অক্টোবর ২০১৪ মাসে ৬.৬ শতাংশে নেমে এসেছে (ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে এই হার দাঁড়িয়েছে ৬.১১ শতাংশে)।

* প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক উপাদানসমূহের মধ্যে জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে
  + বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৫ শতাংশ (তবে জুলাই-নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশে);
  + বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার ছিল বরাদ্দের ১৩ শতাংশ (IMED তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এই হার দাঁড়িয়েছে ২৮ শতাংশে);
* জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে নিট বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ এসেছে ৪৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৪৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (তবে জুলাই-নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে এর পরিমাণ হয়েছে ৫৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**রাজস্ব খাত**

৩.২। জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে মোট রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ৪৪ হাজার ৪৮৩ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৪৫ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা (তবে জুলাই-নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে মোট রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ৫৪ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৫৪ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা)। অপর দিকে জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৭ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৪৮ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা (তবে জুলাই-নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৩ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৬১ হাজার ২৪৪ কোটি টাকা)।

**মুদ্রা ও আর্থিক খাত**

৩.৩। অক্টোবর, ২০১৪ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও নিট অভ্যন্তরীণ ঋণের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১২.৬ শতাংশ ও ১০.৭ শতাংশ (নভেম্বর, ২০১৪ শেষে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১২.৮ ও ১১.০ শতাংশ)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ মুদ্রানীতি বিবৃতিতে ডিসেম্বর, ২০১৪ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ এবং নিট অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৬.০ শতাংশ ও ১৩.৮ শতাংশ। ব্যাংক ঋণ প্রদানের সুদের হার বর্তমানে ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। ঋণ প্রদানের ভারিত গড় (Weighted average) সুদের হার অক্টোবর, ২০১৩ মাসে ছিল ১৩.৪২ শতাংশ যা অক্টোবর, ২০১৪ মাসে দাঁড়িয়েছে ১২.৪৯ শতাংশে।

**বহিঃখাত**

৩.৪। বহিঃখাতে রপ্তানি, আমদানি, প্রবাস আয় ও লেনদেন ভারসাম্যের সাম্প্রতিক চিত্র নিম্নরূপ:

* জুলাই-অক্টোবর ২০১৪ সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিবি’র তথ্যানুসারে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার (প্রবৃদ্ধি ১.৬ শতাংশ; জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১৪.৬ বিলিয়ন ডলার)। শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ ও কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
* জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৭ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭.৫ শতাংশ (জুলাই-নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৬.৭ শতাংশে);
* জুলাই-অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে প্রবাস আয় এসেছে ৫.০২ বিলিয়ন ডলার যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৪.৫০ বিলিয়ন ডলার, এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৫ শতাংশ (তবে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ে প্রবাস আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৪৭ বিলিয়ন ডলার যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৬.৭৭ বিলিয়ন ডলার);
* জুলাই-অক্টোবর ২০১৪ সময়ে চলতি হিসাবে (Current Account Balance) ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আর্থিক ও মূলধন খাতে (Financial and Capital Account) উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিকভাবে লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূলে রয়েছে;
* ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতি ছিল ২২.৩ বিলিয়ন ডলার (৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে এর পরিমাণ ২২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার);
* ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ছিল ৭৭.৪ টাকা। নভেম্বরের মাঝামাঝি হতে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে কিছুটা অবচিতি (depreciation) হয়েছে। ৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে এই হার ছিল ডলার প্রতি ৭৭.৯৫ টাকা। ডলারের বিপরীতে টাকার এই অবচিতি রপ্তানি ও প্রবাস আয়কে উৎসাহিত করবে।

# ৪. আগামীর অগ্রযাত্রা

বর্তমান সরকারের সময়কালে আর্থ-সামাজিক খাতে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন:

**উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন**

৪.১। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়কালে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ হারে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব বিনিয়োগ বাড়ানো এবং বিনিয়োগর উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করতে সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃজন করছে। ফলে জাপান, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিবীক্ষণের জন্য আটটি অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প Fast Track ভুক্ত করার ফলে (যথা: পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প; রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প; রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প; গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প; ঢাকা Mass Rapid Transit প্রকল্প; LNG Floating, Storage and Regasification Unit নির্মাণ প্রকল্প; মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ; এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প) বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন, দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বৃহদাকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে, মধ্য-মেয়াদে উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে।

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

৪.২। মূলত প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিধি ধারাবাহিকভাবে বাড়ানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে বরাদ্দের ২৮ শতাংশ, গত অর্থবছরে একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল বরাদ্দের ২৭ শতাংশ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধিকতর কার্যকারিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানো এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে অত্যধিক ব্যয়ের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা ছাড়াও নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

**২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ**

৪.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গত মেয়াদের প্রথম দিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্ব সংগৃহীত হয় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৯২.০ শতাংশ) এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৮৩.০ শতাংশ)। সরকারের রাজস্ব আয়ের সিংহভাগই আসে এ খাত হতে। আবশ্যকীয় উন্নয়ন ব্যয় অব্যাহত রাখা এবং সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের গতি তরান্বিত করার জন্য ভ্যাট আইনসংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনসহ চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কর-বহির্ভূত উৎস হতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ উৎস হতে আহরিত রাজস্ব বাড়াতে প্রযোজ্য হারসমূহ যৌক্তিকীকরণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করতে সম্প্রতি অর্থ বিভাগের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আন্তরিক সহযোগিতায় কর-বহির্ভুত রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

৫.০। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সরকার পরিচালনাকালে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতিও হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্য উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সফলতার সাথে উল্লেখযোগ্য পথ অতিক্রম করেছে।